অধ্যায় ০৪

বাংলাদেশের অর্থনীতি

আলোচ্য বিষয়াবলি

• বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি • বাংলাদেশের শিল্প • বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি • কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প।

এক নজরে অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। কৃষিই তাদের জীবিকার প্রধান উৎস। তবে শহরাঞ্চলের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের ভূমিকাও আমাদের অর্থনীতিতে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একটি আধুনিক রাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য কোনো খাতের গুরুত্ব অন্য খাত থেকে কম নয়। দেশকে উন্নত করতে হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে সবল ও গতিশীল করে তুলতে হবে। তার জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য সব ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করতে হবে। বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে এর কোনো বিকল্প নেই।

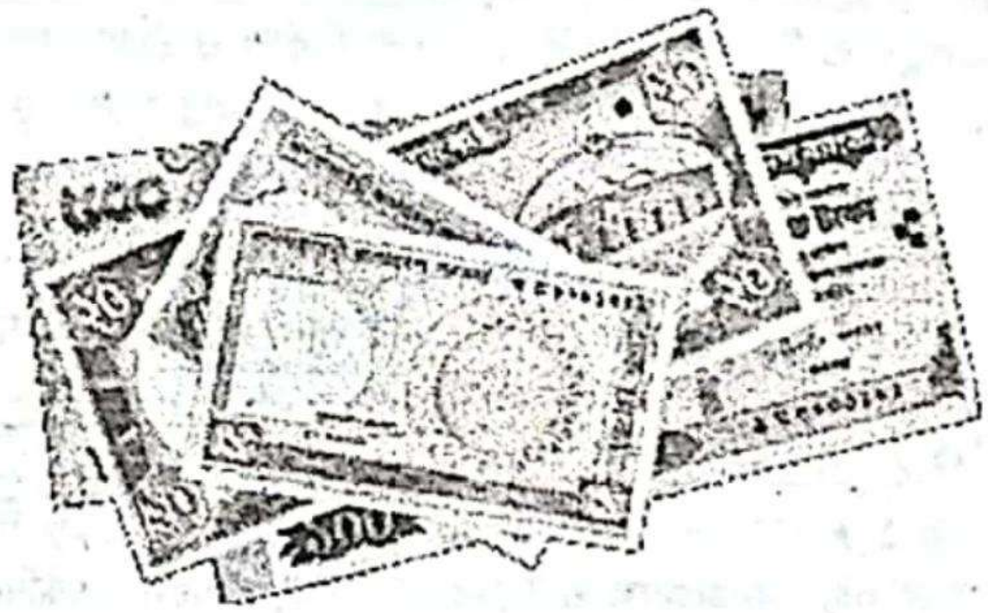

অধ্যায়ের শিখনফল

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারব;
- বাংলাদেশের গ্রামের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শহরের অনানুষ্ঠানিক কাজের চিত্র তুলে ধরতে পারব;
- জাতীয় অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক কাজের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের শিল্পের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারব;
- অর্থনীতির বিকাশে শিল্পের অবদান নির্ণয় করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের বিবরণ দিতে পারব;
- আমদানি ও রপ্তানির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব;
- প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বর্ণনা দিতে পারব;
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি– এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর — পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. কোন দেশটি পোশাকসহ বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর সবচেয়ে বড় ক্রেতা?
ক ফ্রান্স খ জার্মানি ● যুক্তরাষ্ট্র ঘ যুক্তরাজ্য

২. বাংলাদেশ একটি শিল্প সম্ভাবনাময় দেশ কারণ, এখানে–
i. কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যায়
ii. বিনিয়োগ সহায়ক সরকারি কর্মসূচি রয়েছে
iii. উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ অন্য দেশের চেয়ে ভালো
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. ফলের রস একটি–
ক রপ্তানিযোগ্য খাদ্য খ শিশু খাদ্য
গ দুধ জাতীয় খাদ্য ● প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য

৪. প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রধান সমস্যা হচ্ছে–
i. কৃষিপণ্যের সংরক্ষণের সুযোগ কম
ii. রপ্তানি চাহিদা কম
iii. পুঁজির সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাকিব সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় ৩০ লাখ টাকা দিয়ে একটি পোশাক তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তার এ কারখানাটিতে ২০০ জন শ্রমিক কাজ করে। তিনি এ কারখানার লভ্যাংশ দিয়ে আরও একটি কারখানা স্থাপন করেন। তৈরি পোশাক তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন।

৫. রাকিব সাহেবের স্থাপিত কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ক কুটির শিল্প ● ক্ষুদ্র শিল্প গ মাঝারি শিল্প ঘ বৃহৎ শিল্প

৬. উক্ত কাজটি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাব ফেলছে?
ক দেশীয় কাঁচামালের সদ্ব্যবহার খ স্বনির্ভরতা অর্জন
● কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঘ মূলধন বৃদ্ধি

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ তমিজ উদ্দিন তার তিন ছেলেকে সাথে নিয়ে তার জমিতে ধান, গম, সরিষা, ভুট্টাসহ নানা ধরনের ফসল চাষ করে। তার স্ত্রী ও পুত্রবধূরাও ফসল তোলার কাজে সহায়তা করে। অবসর সময়ে সে বাড়ির সামনে একটি মুদি দোকান চালায়। কিন্তু এসব কাজের জন্য কেউ তাকে কোনো বেতন দেয় না। তাতে সে মনে কষ্ট না পেয়ে বরং গর্ববোধ করে।

ক. SAFTA-এর পুরো নাম কী? ১
খ. মাঝারি শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তমিজ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের কাজ কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের আওতাভুক্ত তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তমিজ উদ্দিনের মতো মানুষের কাজ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে– মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAFTA-এর পুরো নাম South Asian Free Trade Area. (দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা)।

খ যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেড় কোটি টাকার অধিক মূলধন খাটে সেগুলোকে সাধারণত মাঝারি শিল্প বলে গণ্য করা হয়। যেমন– হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং, সিল্ক, সিরামিক, কোল্ডস্টোরেজ বা হিমাগার প্রভৃতি। দেশের চাহিদা পূরণ ও অনেক লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ ধরনের শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ তমিজ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের কাজ অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলির আওতাভুক্ত।
উদ্দীপকে তমিজ উদ্দিন তার তিন ছেলেকে নিয়ে অর্থনীতিতে অবদানের লক্ষ্যে ধান, গম, সরিষা, ভুট্টাসহ নানা ধরনের ফসল চাষ করে। তার এ কাজগুলো মূলত অর্থনৈতিক অনানুষ্ঠানিক কাজের আওতাভুক্ত। বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ অর্থনৈতিক অনানুষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমে তাদের জীবিকার সংস্থান করছে। একইভাবে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী স্বল্প ও মাঝারি এমনকি উচ্চ আয়ের অনেক মানুষও অনানুষ্ঠানিক খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। এভাবে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক খাতের ওপর বেশি নির্ভরশীল। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি ও তা জোরদার হওয়ার পরও আমাদের অর্থনীতিতে প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব কমেনি। উদ্দীপকের তমিজ উদ্দিনের উৎপাদিত পণ্য ছাড়াও শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন, মাছ ধরা, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন, কুটির শিল্প, রবিশস্য এগুলোও অনানুষ্ঠানিক খাতের আওতাভুক্ত। জাতীয় অর্থনীতিতেও এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ তমিজ উদ্দীনের মতো মানুষের কাজ তথা অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে– বক্তব্যটি যথার্থ।
তমিজ উদ্দিন তার তিন ছেলে, স্ত্রী ও পুত্রবধূসহ অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে ভূমিকা রাখার জন্য জমিতে ধান, গম, সরিষা, ভুট্টাসহ নানা ধরনের ফসল চাষ করেন। নিজেদের জমিতে কাজ করার জন্য তারা কোনো মজুরি পায় না বা নেয় না। কিন্তু তাদের সে কাজ বা পরিশ্রমের ফলে কেবল তাদের পরিবারই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রও উপকৃত হচ্ছে। দেশের মোট খাদ্য চাহিদার বড় অংশটি তারাই উৎপাদন করছে। এভাবে আমাদের কৃষকরা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কামার-কুমোরের কাজ, গ্রামের কুটির শিল্প, দোকান ও অন্যান্য ছোটখাটো ব্যবসায়ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতিককালে কৃষিসহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক খাতটি এখনও প্রধান ভূমিকায় রয়েছে। শহরাঞ্চলে বসবাসকারী স্বল্প ও মাঝারি এমনকি উচ্চ আয়ের অনেক মানুষও অনানুষ্ঠানিক খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রেখেছে। এভাবেই বাংলাদেশের অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক খাতের ওপর বেশি নির্ভরশীল। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনরা ছোটখাটো দোকান, গার্মেন্টসে চাকরি কিংবা বাসাবাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। আর এভাবেই তমিজ উদ্দিনের মতো মানুষের কাজ জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ২ জরিনা বেগম গ্রামের একজন গরিব বিধবা মহিলা। সে একদিন বাজার থেকে বাঁশ ও বেত কিনে নিয়ে আসে। দুই মেয়েকে নিয়ে ডালা, কুলা ও ফুলদানি তৈরি করে। তার ছেলে তামজিদ এগুলো বাজারে বিক্রি করে। এতে তাদের যে লাভ হয় তা দিয়ে সংসার চলে। দিনে দিনে তাদের তৈরিকৃত দ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে তামজিদ তার বাবার এক বন্ধুর সহযোগিতায় স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। সে কেক, বিস্কুটসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। তামজিদ তার কারখানায় খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করে।

ক. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী? ১
খ. অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তামজিদের স্থাপিত কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জরিনা বেগমের কাজের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করাই রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য।

খ যেসব কাজের জন্য মজুরি নির্ধারিত নেই, করের আওতায় আনাও কঠিন এবং যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না সেগুলোকে অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম বলে। যেমন– নিজের জমি, দোকান বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজ, গৃহস্থালি কর্ম, হকারি, দিনমজুরি প্রভৃতি। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কার্যক্রম এ অনানুষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের তামজিদের স্থাপিত কারখানাটি কুটির শিল্পের অন্তর্গত। তার মা জরিনা বেগম তার দুই মেয়েসহ ডালা, কুলা ও ফুলদানিসহ নানা কুটির শিল্প নির্মাণ করে। আর তা বিক্রি করে অর্জিত মুনাফা দিয়ে তামজিদ একটি খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। তার স্থাপিত কারখানাটি কুটির শিল্পের অন্তর্গত। কেননা কুটির শিল্পে উৎপাদন ও বিপণনের কাজটি প্রধানত মালিক নিজে বা তার পরিবারের সদস্যরাই করে থাকেন। আমাদের দেশে তাঁতবস্ত্র, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, বাঁশ, বেত ও কাঠের কাজ, শাড়ি

বা মিষ্টির প্যাকেট, আগরবাতি ইত্যাদি কুটির শিল্পের অন্তর্গত। উদ্দীপকের তামজিদ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে একটি কারখানা স্থাপন করে যেখানে কিছু মজুরি খাটিয়ে কেক, বিস্কুট ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতে থাকে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত করে সে বেশ লাভ করতেও সমর্থ হয়। অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত তার এ শিল্প কুটির শিল্প হিসেবেই বিবেচিত।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জরিনা বেগমের কাজের অবদান অপরিসীম। তিনি একজন গরিব বিধবা মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তার ছেলেকে দিয়ে একটি কারখানা স্থাপন করেন। যা সত্যিই তার স্বনির্ভরতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ একটি শিল্প সম্ভাবনাময় দেশ। এদেশে রয়েছে বিশাল জনসম্পদ। এখানে অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে দক্ষ ও অদক্ষ উভয় ধরনের প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এদেশে শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন। জরিনা বেগম বাঁশ ও বেত দিয়ে ডালা, কুলা ও ফুলদানি তৈরির ক্ষেত্রে দুই মেয়ে ও ছেলেকে কাজে লাগিয়েছে। এতে সে নিজে এবং তার ছেলেমেয়েরাও স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। জরিনা বেগমের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে বাংলাদেশের একটি শিল্পসমৃদ্ধ মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জরিনা বেগমের কাজের অবদান অপরিসীম।

সৃজনশীল অংশ — কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ ১ : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৫)

শিখনফল ১.১ : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের চিত্র তুলে ধরতে পারবে।

প্রশ্ন ৩ রবিন বাবার কৃষিকাজে যথেষ্ট সহায়তা করে। খেতে কাজ না থাকলে সে শহরে এসে রিকশা চালায়। এভাবে সর্বদা কাজের মধ্যে থেকে সে সংসারে আর্থিক উন্নয়ন এনেছে।

ক. অর্থনীতির প্রথাগত খাত মূলত কোনটি? ১
খ. অর্থনীতির প্রথাগত খাত বলতে কী বোঝ? ২
গ. রবিন কোন ধরনের অর্থনৈতিক খাতে শ্রম দিচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রবিন ছোটখাটো কাজ করলেও তা এদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির প্রথাগত খাত মূলত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অনানুষ্ঠানিক খাত।

খ নিজের জমি, দোকান বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ, গৃহস্থালির কর্ম, হকারি, দিনমজুর প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজগুলো অতীতকাল থেকে চলে আসছে বিধায় এসব কাজকে প্রথাগত খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে প্রথাগত খাত অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অনানুষ্ঠানিক খাত হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ রবিন কৃষিকাজ ও রিকশা চালিয়ে মূলত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রম দিচ্ছে। রবিন বাবার যে কৃষিকাজে সহায়তা করে তা করের আওতায় আনা কঠিন। এ শ্রমের মজুরি সঠিকভাবে নির্ধারিত নয়। তাছাড়া রবিনের এ কৃষিভিত্তিক কাজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয় না। রবিন যখন শহরে এসে রিকশা চালানোর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তখন তার স্থান এবং পেশার পরিবর্তন ঘটলেও কাজের ধরন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একই থাকে। অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম যে শর্তগুলোর ওপর ভিত্তি করে সংজ্ঞায়িত তা রিকশা চালানো পেশার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই রবিন রিকশা চালালেও সে পূর্বের কৃষিকাজের ন্যায় এক্ষেত্রেও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে শ্রম দিচ্ছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, রবিন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রম দিচ্ছে।

ঘ রবিন ছোটখাটো কাজ করে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে শ্রম দিলেও তা দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। রবিন কৃষিকাজে সহায়তা করে কেবল তার পরিবারকেই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও উপকার করছে। দেশের মোট খাদ্য চাহিদার বড় একটা অংশ উৎপাদন করতে সে অন্য কৃষকদের ন্যায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমিতে কাজ করে। এভাবে কৃষিকাজের মাধ্যমে রবিন জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। রবিন শহরে এসে রিকশা চালায় এবং উপার্জিত অর্থ দিয়ে সে নিজের এবং পরিবারের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে তার এ রিকশা চালানো পেশাও মূল্যবান ভূমিকা রাখছে। বস্তুত দেশের অর্থনীতিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও রবিনের কৃষিকাজ ও রিকশা চালানোর মতো অনানুষ্ঠানিক খাতটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখার ক্ষেত্রে রবিনের ছোটখাটো কাজও বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সুতরাং একথা বলাই যুক্তিযুক্ত, রবিন ছোটখাটো কাজ করলেও তা এদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে।

পাঠ ২ : বাংলাদেশের শিল্প (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৭)

শিখনফল ২.১ : বাংলাদেশের শিল্পের প্রকারভেদ, শিল্পসমূহের অবদান এবং অর্থনীতিতে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

প্রশ্ন ৪ আহমদ দশ বছর হলো আমেরিকাতে চাকরি করছে। ছোট বোন মৌসুমির বিবাহ উপলক্ষে সে বাংলাদেশে আসে এবং ঢাকা থেকে মাগুরা যাওয়ার পথে সাভার-আশুলিয়া এলাকায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখে অভিভূত হয়ে যায়। আমেরিকাতে ফিরে বন্ধু খোকনকে বিষয়টি জানায়। খোকন বুঝতে পারে, শিল্পের এ সম্ভাবনার জন্যই আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিদেশিদের শিল্পকারখানা স্থাপনের মানসিকতা বেড়ে গেছে।

ক. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকলের নাম কী? ১
খ. বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের কাজ রয়েছে? লেখ। ২
গ. আহমদের দেখার মাধ্যমে বাংলাদেশে যে ধরনের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চিত্র ফুটে ওঠে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. খোকনের অনুধাবনের যৌক্তিকতা মূল পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকলের নাম আদমজি জুট মিল্‌স।

খ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও অনেক আগ থেকেই এখানে বিভিন্ন শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাট, বস্ত্র, চিনি, রেল, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ, সার, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি। এগুলোতে প্রচুর মূলধন, দক্ষ শ্রমিক, কারিগর, প্রকৌশলী, বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাও অনেক বেশি। দেশের চাহিদা পূরণে এর গুরুত্ব অত্যধিক।

গ আহমদ বাংলাদেশের নাগরিক হলেও টাকা উপার্জনের অনন্য মানসিকতায় সে দীর্ঘ দশ বছর আমেরিকায় বসবাস করছে। তাই তো বোনের বিবাহ উপলক্ষে বাংলাদেশে আসে। বাড়ি যাওয়ার পথে সাভার-আশুলিয়া এলাকায় বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান তার দৃষ্টিগোচর হয়। এর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ শিল্প, মাঝারি শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। পাট, বস্ত্র, চিনি, রেল, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ, সার,